তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে

অমিয়া মতিন

আমার বাবা নূরুল হুদা ছিলেন বাংলা একাডেমীর পরিচালক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খন্ডকালীন অধ্যাপক এবং জার্মান কালচারাল ইনস্টিটিউটের সফল শিক্ষক। এক কথায় তিনি ছিলেন বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, অনুবাদক এবং গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্সে অনার্স এবং মাস্টার্স করেছিলেন ষাটের দশকে। বিস্ময়ের ব্যপার বিজ্ঞান জগতের মানুষ হয়েও তিনি আজীবন বাংলা একাডেমীর সাথে জড়িত ছিলেন। মাঝে জার্মান সরকারের বৃত্তি নিয়ে পাঁচ বছর জার্মানীতে ভাষা এবং শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরেছেন। একাডেমীর বিজ্ঞান ভিত্তিক বাংলা প্রকাশনা এবং অন্যান্য অনুবাদসহ ভাষান্তরিত লেখার সম্পাদনা এবং পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন আমার বাবা। সেই বিভাগের তিনিই পরিচালক। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বই লিখেছেন। উল্লেখযোগ্য বই গণিতের জগত, আপেক্ষিকতা (আলবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার অনুবাদ), পেটার বিকসেলের ছোটদের গল্প (অনুবাদ), চাকার নিচে (জার্মান উপন্যাসের অনুবাদ)। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত চার খন্ড 'বিজ্ঞান বিশ্বকোষ' প্রকাশনা ক্ষেত্রে যে আটজন বিজ্ঞানী বিশ্বকোষ বিন্যাসে সংকলণের গুরু দায়িত্ব পালন করেন আমার বাবা ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। এছাড়াও লিখেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ। অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর ভালবাসার স্পর্শ আজো অনুভব করি। মনে হয় এখনই ফোন করলে আব্বার কণ্ঠ শুনতে পাবো ' মামণি কেমন আছো?

মা'র কথা মনে হলে প্রথমেই চোখে ভাসে তাঁর লাবণ্যময়ী হাস্যজ্জল মুখ। শত কষ্টের মাঝেও মনে হয় সে হাসি কখনও ম্লান হতো না। মা'র সেই বাবুসোনামণি ডাক মনে হলে এখনও আবেগে আপ্লুত হয়ে যাই। আমার মা রাবেয়া হুদা ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী স্কুলের ছাত্রী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় মাস্টার্স করেছেন তিনি। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ছিল তাঁর বিচরণ। বাবার মত মা'রও লেখালেখির প্রতি বিশেষ ভালবাসা ছিল। তিনি মূলতঃ কবিতাই লিখতেন। এছাড়া মাদার্স ক্লাবের সাথে জড়িত ছিলেন আমার মা এবং গরীব বাচ্চাদের জন্য অনেক জামা বানাতেন তিনি। ১৯৯৮ থেকে ২০০১ সাল পর্য্যন্ত বিদ্যাময়ী স্কুলের কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদিকা ছিলেন তিনি। আমরা দু'বোন। আমাদের ছোটবেলার পাঁচ বছর কেটেছে বাবা মা'র সাথে জার্মানীতে। তারপর ঢাকাতেই বড়। মা'র একটা কথা আজো খুব মনে পড়ে। তিনি বলতেন জীবনের ছোট ছোট দুঃখগুলোকে তুচ্ছ করে নিয়ে আনন্দটাকে বড় করে দেখতে, তাহলেই নাকি জীবনে সুখী হওয়া যায়। সেটাই মনে রেখে তাঁদের চলে যাওয়ার দুঃখটাকে ভুলে থাকতে চেষ্টা করি। কিন্তু এটাতো আর ক্ষুদ্র দুঃখ নয়। তাই স্মৃতির পাতায় বার বার ঘুরে এসে আঘাত হেনে যায়। আজ ২৪ শে জুলাই আমার মা'র মৃত্যুবার্ষিকী এবং আগামী কাল ২৫ শে জুলাই আমার বাবার মৃত্যুবার্ষিকী। তাঁদের স্মৃতির স্মরণে তাঁদের দুটি লেখা ছাপানো হলো।

'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দুরে আমি ধাই
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।।'

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের এ গানটা আমার খুব প্রিয়। মাঝে মাঝে গাই আর মনে হয় এর মত সত্যি কিছু হয় না।

পরম করুনাময় আলত্মাহতায়ালা তাঁদের জান্নাতবাসি করুন।